CS CamScanner

বর্ণ বিষয়ক তথ্য

বর্ণমালা	১টি
বর্ণ	৫০টি
পূর্ণমাত্রা	৩২টি
অর্ধমাত্রা	৮টি
মাত্রাহীন	১০টি
প্রথম বর্ণ গবেষক	আশুতোষ ভট্টাচার্য
খোদাইকারী	পঞ্চানন কর্মকার

স্বরবর্ণ	
সংখ্যা	১১টি
পূর্ণমাত্রা	৬টি
অর্ধমাত্রা	১টি ঋ
মাত্রাহীন	৪টি এ,ঐ,ও,ঔ
হ্রস্ব স্বর	৪টি অ,ই,উ,ঋ
দীর্ঘ স্বর	৭টি
সম্মুখ স্বরধ্বনি	২টি ই,এ
পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	২টি অ, উ
বিবৃত স্বরধ্বনি	১টি আ
সংবৃত স্বরধ্বনি	২টি ই, উ
সংক্ষিপ্তরূপ	কার
কার আছে	১০টি
কারহীন	১টি অ
লীন বর্ণ	১টি অ
মৌলিক স্বরধ্বনি	৭টি
যৌগিক স্বরধ্বনি	২টি ঐ, ঔ
যৌগিক [illegible]	২৫টি
মধ্য স্বরধ্বনি	১টি আ

ব্যঞ্জনবর্ণ	
সংখ্যা	৩৯ টি
পূর্ণমাত্রা	২৬ "
অর্ধমাত্রা	৭ "
মাত্রাহীন	৬ "
তাড়নজাত	২ " ড়, ঢ়
কম্পনজাত	১ " র
পার্শ্বিক	১ " ল
উষ্ম/শিস	৪ " শ,ষ,স,হ
অন্তঃস্থ	৪ " য,র,ল,ব
পরাশ্রয়ী	৩ " ং ঃ ঁ
অনুনাসিক	১ " ঁ
নাসিক্য	৫ "
সংক্ষিপ্তরূপ	ফলা
ফলা আছে	৫ টি
অঘোষ বর্ণ	বর্গের ১,২
ঘোষ বর্ণ	" ৩,৪,৫
অল্পপ্রাণ	" ১,৩,৫
মহাপ্রাণ	" ২,৪

CamScanner

ব্যঞ্জনধ্বনি

উচ্চারণস্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

- তাড়নজাত ধ্বনি ২টি ড় ঢ়
- কম্পনজাত ধ্বনি ১টি র
- পার্শ্বিক ধ্বনি ১টি ল
- উষ্ম / শিস ধ্বনি ৪টি শ, ষ, স, হ
- অন্তস্থ ধ্বনি ৪টি য, র, ল, ব
- পরাশ্রয়ী বর্ণ ৩টি ং ঃ ঁ
- অনুনাসিক ধ্বনি ১টি ঁ
- নাসিক্য ধ্বনি ৫টি ঙ ঞ ণ ন ম

* স্বরবর্ণে কার ব্যবহৃত হয় ১০টি।
* ব্যঞ্জনবর্ণে ফলা ব্যবহৃত হয় ৬টি।
* ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলে।
* স্বরবর্ণ অ-এর কোন কার নেই। একে লীন বর্ণ বলে
* অনুনাসিক ধ্বনি ১টি
* অনুনাসিক বা সানুনাসিক বর্ণ ৫টি

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA
CamScanner

ধ্বনি ও বর্ণ বিষয়ক প্রশ্ন:

- মুখে উচ্চারিত শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে→ ধ্বনি।
- বাংলা ভাষায় ধ্বনি দুই প্রকার→ স্বর ধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি।
- শব্দের ক্ষুদ্রতম একক→ ধ্বনি।
- ধ্বনির লিখিত রূপই → বর্ণ।

* **স্বরধ্বনি:**— অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই যে ধ্বনি পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়। এটা দুই প্রকার।

স্বরধ্বনি

[মৌলিক স্বরধ্বনি]
সংখ্যা ৭টি। অ,আ,ই,উ,ও,এ,এ্যা

[যৌগিক স্বরধ্বনি]
সংখ্যা ২টি ঐ,ঔ

- যে স্বর ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করা যায় না – মৌলিক স্বরধ্বনি।
- যে স্বরধ্বনি দুইটি স্বরধ্বনি মিলে হয়→ যৌগিক স্বরধ্বনি

* **ব্যঞ্জন ধ্বনি:** অন্য ধ্বনির সাহায্য নিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

CamScanner

* অঘোষধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না।
* ঘোষ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়।
* অল্পপ্রাণ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে
* মহাপ্রাণ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাসের আধিক্য থাকে।
* নাসিক্য ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণে নাক দিয়ে বাতাস বের হয়।
* তাড়নজাত ধ্বনি: জিহ্বা দিয়ে দাঁতের মূলে আঘাত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়।
* কম্পনজাত ধ্বনি: জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়
* পার্শ্বিক ধ্বনি: জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে বাতাস বের করে যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়
* উষ্ম/শিস ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ হয়।
* পরাশ্রয়ী বর্ণ: অন্যের আশ্রয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়।
* অনুনাসিক ধ্বনি: নাসিক্য ধ্বনি গঠনে যে ধ্বনি সাহায্য করে।

প্রশ্নাবলী

↔ কার কাকে বলে? → স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে।
↔ বর্ণ কী? → ধ্বনির লিখিত রূপ।
↔ ফলা কাকে বলে → ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে।
↔ স্বরবর্ণ কাকে বলে? → স্বর ধ্বনির লিখিত রূপকে।
↔ ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? → ব্যঞ্জন ধ্বনির লিখিত রূপকে।
↔ বাংলায় বর্ণমালা কয়টি? → যবশটি
↔ বর্ণমালা কী? → কোন ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমষ্টি।
↔ যৌগিক স্বরধ্বনির অন্যনাম → যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ
↔ বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ → ৩২টি

CamScanner

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনি: কোনো ভাষায় উচ্চারিত শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ, পরমাণু অংশ বা অবিভাজ্য অংশ যাকে আর ভাঙা যায় না তাই ধ্বনি।

⇒ ধ্বনি বোঝাতে [ ] ব্র্যাকেট ব্যবহৃত হয়। যেমন - [অ], [ই]

⇒ ধ্বনি অলিখিত, চোখে দেখা যায় না।

মৌলিক ধ্বনি
↓
স্বর ধ্বনি | ব্যঞ্জন ধ্বনি

বর্ণ: ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন।

⇒ বর্ণ লিখিত, চোখে দেখা যায়।

অক্ষর/syllable: নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষ স্পন্দনের ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনির সমষ্টিটুকু একত্রে উচ্চারিত হয়, তাই অক্ষর। যেমন - মা-মা, বি-শ্ব-বি-দ্যা-ল-য়

* মৌলিক স্বরধ্বনি ৭ টি। [অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা]

* যৌগিক স্বরধ্বনি ২টি। [ঐ, ঔ]

OPPO A12 · @Naim Ferdaus Arpita

CamScanner

* বাংলা বর্ণমালা মোট ৫০টি। স্বরবর্ণ ১১টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

স্বরবর্ণসমূহ
অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ
ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ

→ ১১টি

— মাত্রাহীন
— অর্ধমাত্রা
বাকি সব পূর্ণমাত্রা

ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহ				
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়		
ৎ	ং	ঃ	ঁ	

মাত্রাসমূহ

মাত্রা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	মোট
পূর্ণ	৬	২৬	৩২
অর্ধমাত্রা	(ঋ)১	৭	৮
মাত্রাহীন	৪	৬	১০

কিছু বর্ণের একাধিক কারচিহ্ন
উ → ু, হু, শু, ু
ঊ → রূ, ভ্রূ, ূ
ঋ → ৃ, হৃ

* কার চিহ্ন আছে ১০টি স্বরবর্ণের। 'অ' এর কারচিহ্ন নেই।

* ফলা চিহ্ন আছে ৬টি ব্যঞ্জনবর্ণের।

* ছন্দে ছন্দে ফলা শিখি:

" মযার লবন থেকে ৬টি ফলার দেখা মেলে।"

OPPO A12

CamScanner

ক) ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি। যার মধ্যে -

১. স্পর্শ / পৃষ্ঠ → ২৫ টি (ক - ম পর্যন্ত)
২. নাসিক্য → ৫ টি (ঙ ঞ ণ ন ম)
৩. কম্পনজাত → ১টি (র)
৪. তাড়নজাত → ২টি (ড়, ঢ়)
৫. পার্শ্বিক ধ্বনি → ১টি (ল)
৬. উষ্ম / শিষধ্বনি → ৪ টি (শ, ষ, স, হ)
① অঘোষ অল্পপ্রাণ (শ, ষ, স)
② ঘোষ মহাপ্রাণ (হ)

৭. অন্তঃস্থ ধ্বনি → ৪টি (য, র, ল, ব)
৮. পরাশ্রয়ী ধ্বনি → ৩টি (ং, ঃ, ँ)
৯. অনুনাসিক ধ্বনি → ১টি (ँ)

* ব্যঞ্জনবর্ণের পরে : (া) কার ও (ী) - কার।
পূর্বে : (ি) কার ও (ৈ) কার
নিচে : (ু) কার ও (ূ) কার ও (ৃ) কার
পূর্বে ও পরে : (ো) - কার ও (ৌ) কার

OPPO A12 ©Naim Ferdaus Arpita

CamScanner

উচ্চারণের স্থান	অঘোষ	(Voiceless)	ঘোষ	(Voiced)	
	① অল্পপ্রাণ (Unaspinated)	② মহাপ্রাণ (Aspinated)	③ অল্পপ্রাণ (Unaspinated)	④ মহাপ্রাণ (Aspinated)	⑤ নাসিক্য (Nasal)
কন্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

OPPO A12 · ©Naim Ferdaus Arpita

CamScanner

হাসনাত'স বাংলা ব্যাখ্যা
হাসনাত স্যার
নোট : সিদ্দিক বিনতে সিদ্দিকী

পদ

পদের দুই রকম সংজ্ঞা আছে।

① বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে এক একটি পদ বলে।

② বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তি কিংবা প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে পদ বলে।

উদাহরণ: চলন্ত = চল + অন্ত
প্রত্যয় আছে

[প্রত্যয় করা আছে, অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় এর নিয়মে ভাঙা যাচ্ছে]
সুতরাং এটি একটি পদ

পদ প্রধানত বা মূলত ২ প্রকার।

(i) সব্যয় পদ
(ii) অব্যয় পদ

সব্যয় পদ: যে পদগুলোকে বচন, লিঙ্গ, প্রত্যয় ও বিভক্তি দ্বারা পরিবর্তন করা যায় তাকে সব্যয় পদ বলে।

উদাহরণ: সুন্দর + য = সৌন্দর্য

[এটাকে প্রত্যয় দিয়ে পরিবর্তন করতে পারছি
তাই সৌন্দর্য সব্যয় পদ]

সব্যয় পদ ৪ প্রকার।

(i) বিশেষ্য
(ii) বিশেষণ
(iii) সর্বনাম
(iv) ক্রিয়া

সর্বনামকেও পরিবর্তন করা যায়। যেমন: তার → তারা সুতরাং এটি সব্যয়।

ক্রিয়াপদ যেমন: করছে, করছি, করছো, এখানে ছে, ছি, ছো এগুলো ক্রিয়াবিভক্তি। অর্থাৎ ক্রিয়াপদকে পরিবর্তন করা যায়। সুতরাং এটি সব্যয়

অব্যয় পদ: যে পদগুলোকে বচন, লিঙ্গ, প্রত্যয় ও বিভক্তি দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না তাকে অব্যয় পদ বলে।

উদাহরণ: এবং, আর, অতএব ইত্যাদি। এগুলোকে পরিবর্তন করা যায় না।

CS CamScanner

০১

পদ মোট ৫ প্রকার।

(i) বিশেষ্য
(ii) বিশেষণ
(iii) সর্বনাম
(iv) ক্রিয়া
] → পরিবর্তন করা যায়

(v) অব্যয়] → পরিবর্তন করা যায় না

নবম-দশম শ্রেণির নতুন বই অনুসারে,

পদ মোট ৮ প্রকার।

(i) বিশেষ্য
(ii) বিশেষণ
(iii) সর্বনাম
(iv) ক্রিয়া
(v) ক্রিয়া বিশেষণ [বিশেষণের প্রকরণের মধ্যে আছে]
(vi) আবেগ
(vii) অনুসর্গ
(viii) যোজক

উল্লেখ্য, অব্যয় চার প্রকার → (i) সমুচ্চয়ী, (ii) অনুকার (iii) অনন্বয়ী এ (iv) অনুসর্গ অব্যয়

* আবেগ মূলত অনন্বয়ী অব্যয়.

* অনুসর্গ মূলত অনুসর্গ অব্যয়

* যোজক মূলত সমুচ্চয়ী অব্যয়

নোট: দিশা

CamScanner

০২

পদ মোট ৫ প্রকার।

(i) বিশেষ্য
(ii) বিশেষণ
(iii) সর্বনাম
(iv) ক্রিয়া
] → পরিবর্তন করা যায়

(v) অব্যয়] → পরিবর্তন করা যায় না

নবম-দশম শ্রেণির নতুন বই অনুসারে,

পদ মোট ৮ প্রকার।

(i) বিশেষ্য
(ii) বিশেষণ
(iii) সর্বনাম
(iv) ক্রিয়া
(v) ক্রিয়া বিশেষণ [বিশেষণের প্রকরণের মধ্যে আছে]
(vi) আবেগ
(vii) অনুসর্গ
(viii) যোজক

উল্লেখ্য, অব্যয় চার প্রকার → (i) সমুচ্চয়ী, (ii) অনুকার (iii) অনন্বয়ী এ
(iv) অনুসর্গ অব্যয়

* আবেগ মূলত অনন্বয়ী অব্যয়,

* অনুসর্গ মূলত অনুসর্গ অব্যয়

* যোজক মূলত সমুচ্চয়ী অব্যয়

নোট : শিক্ষা

CamScanner

বিশেষণ

যে শব্দ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ শব্দ বলে।

বিশেষণ শব্দ দুই প্রকার

① নাম বিশেষণ
② ভাব বিশেষণ

1. **নাম বিশেষণ:** যে বিশেষণ শব্দ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে।

নাম বিশেষণ 2 ধরনের

① বিশেষ্যের বিশেষণ
② সর্বনামের বিশেষণ

বিশেষ্যের বিশেষণ

রহিম চালাক
বিশেষ্য বিশেষণ

[এখানে, রহিমের জন্য চালাক এসেছে। তাই চালাক, রহিমের (বিশেষ্যের) বিশেষণ
প্রশ্নে থাকতে পারে, চালাক কোন বিশেষণ? উত্তর: বিশেষ্যের বিশেষণ]

সুস্থ-সবল দেহ সবাই চায়
বিশেষণ বিশেষ্য

[এখানে, দেহ শব্দটি বিশেষ্য যার অবস্থা প্রকাশ করছে সুস্থ-সবল।
সুতরাং সুস্থ-সবল বিশেষণ। দেহ (বিশেষ্য শব্দটিকে) সুস্থ-সবল
শব্দটি বিশেষায়িত করায়, সুস্থ-সবল বিশেষ্যের বিশেষণ
[option এ না থাকলে নাম বিশেষণ]]

উল্লেখ্য → { কী দিয়ে প্রশ্ন করলে বিশেষ্য পাওয়া যায়
কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে বিশেষণ পাওয়া যায় }

CS CamScanner

04

সর্বনামের বিশেষণ

তিনি চালাক
সর্বনাম বিশেষণ

[বাক্যস্থিত তিনি পদটি সর্বনাম, যার অবস্থা প্রকাশ করছে চালাক। সুতরাং চালাক বিশেষণ। চালাক (বিশেষণটি) এসেছে তিনি (সর্বনাম) এর জন্য। সুতরাং চালাক সর্বনামের বিশেষণ]

2 ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষায়িত করে তাকে ভাব বিশেষণ বলে।

ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার।

(i) বিশেষণের বিশেষণ
(ii) ক্রিয়া বিশেষণ
(iii) অব্যয়ের বিশেষণ
(iv) বাক্যের বিশেষণ

- যে বিশেষণটা বিশেষণের জন্য আসবে সেটা বিশেষণের বিশেষণ।
- যে বিশেষণটা ক্রিয়ার জন্য আসবে সেটা ক্রিয়া বিশেষণ।
- যে বিশেষণটা অব্যয়ের জন্য আসবে সেটা অব্যয়ের বিশেষণ
- যে বিশেষণটা বাক্যের জন্য আসবে সেটা বাক্যের বিশেষণ

বিশেষণের বিশেষণ

রহিম অতি চালাক
বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষণ

[কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে বিশেষণ পাওয়া যায়]

রহিম কেমন ? → চালাক (বিশেষণ)
কেমন চালাক ? → অতি

[এই বাক্যে অতি এসেছে চালাক এর জন্য। অতি বিশেষণ। চালাক নিজেই একটি বিশেষণ। তাই 'অতি' বিশেষণের বিশেষণ]

CS CamScanner

লোকটি অতিশয় দুঃখিত
বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষণ

লোকটি কেমন? → দুঃখিত (বিশেষণ)

দুঃখিত নিজে বিশেষণ, যাহা বিশেষ্যের (লোকটির) বিশেষণ।

কেমন দুঃখিত? → অতিশয় (বিশেষণ)

সুতরাং অতিশয় বিশেষণের বিশেষণ।

মনে রাখার উপায়
(কে কার জন্য এসেছে)

ক্রিয়া বিশেষণ → যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন:

(i) রকেট দ্রুত চলে (ক্রিয়া)
(ii) আমি ঢাকায় থাকি (ক্রিয়া)
(iii) আমি কালকে পড়াবো (ক্রিয়া বিশেষণ, ক্রিয়া)

[কিভাবে চলে → দ্রুত
কোথায় থাকি → ঢাকায়
কখন পড়াবো → কালকে]

ক্রিয়া বিশেষণ নির্ণয়ের সূত্র:
বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে কখন, কোথায়, কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই ক্রিয়া বিশেষণ

উদাহরণ: ধীরে ধীরে বায়ু বয় [বইছে কিভাবে → ধীরে ধীরে]
পরে এসো [কখন এসো → পরে]
ঐ লোকটি ভেবে চিন্তে কাজ করে। [কিভাবে করে → ভেবেচিন্তে]
আমরা নির্ভয়ে গুহায় ঢুকলাম [কিভাবে ঢুকলাম → নির্ভয়ে]
ছেলেটি জোরে চিৎকার করে উঠল। [কিভাবে চিৎকার করে উঠল → জোরে]
কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন করবে [কিভাবে সম্পন্ন করবে → ভালোভাবে]
প্রিয় গুনগুনিয়ে কথা বলে [কিভাবে কথা বলে → গুনগুনিয়ে]

* ক্রিয়া বিশেষণে এবং ভাবাধিকরণে অধিকাংশ ৭মী বিভক্তি হয়

বিশেষণের বিশেষণ 2 প্রকার

(i) নাম বিশেষণের বিশেষণ
(ii) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

[ক্রিয়া বিশেষণ বোঝার জন্য আগে আলোচনা করেছি]

নাম বিশেষণের বিশেষণ

রহিম (অতি) চালাক

[এ বাক্যে,
রহিম (বিশেষ্য) চালাক (বিশেষণ), চালাক বিশেষ্যের বিশেষণ এটাকে নাম বিশেষণও বলে।
অতি = বিশেষণ
অতি আসছে চালাকের জন্য, চালাক যেহেতু নাম বিশেষণ তাই অতি হয়ে যাবে নাম বিশেষণের বিশেষণ]

ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

রকেট (অতি) দ্রুত চলে

[এ বাক্যে চলে ক্রিয়াপদ, কিভাবে চলে? → দ্রুত (ক্রিয়া বিশেষণ)
অতি আসছে দ্রুত কে Backup দেওয়ার জন্য। অতি নিজেও বিশেষণ। সুতরাং অতি ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ]

For practice

সে এ ব্যাপারে (অতিশয়) দুঃখিত → নাম বিশেষণের বিশেষণ
লোকটি দেখতে (সুন্দর) → বিশেষ্যের বিশেষণ
(একটু) পরে এসো → ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

CamScanner

বিশেষণের বিশেষণ 2 প্রকার

(i) নাম বিশেষণের বিশেষণ
(ii) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

[ক্রিয়া বিশেষণ বোঝার জন্য আগে আলোচনা করেছি]

নাম বিশেষণের বিশেষণ

রহিম (অতি) চালাক

[এ বাক্যে,
রহিম (বিশেষ্য) চালাক (বিশেষণ), চালাক বিশেষ্যের বিশেষণ এটাকে নাম বিশেষণও বলে।
অতি = বিশেষণ
অতি আসছে চালাকের জন্য. চালাক যেহেতু নাম বিশেষণ তাই অতি হয়ে যাবে নাম বিশেষণের বিশেষণ]

ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

রকেট (অতি) দ্রুত চলে

[এ বাক্যে চলে ক্রিয়াপদ। কিভাবে চলে? → দ্রুত (ক্রিয়া বিশেষণ)
অতি আসছে দ্রুত কে Backup দেওয়ার জন্য। অতি নিজেও বিশেষণ। সুতরাং অতি ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ]

For practice

সে এ ব্যাপারে (অতিশয়) দুঃখিত → নাম বিশেষণের বিশেষণ
লোকটি দেখতে (সুন্দর) → বিশেষ্যের বিশেষণ
(একটু) পরে এসো → ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

———— o ————

CamScanner